তারিখ ... 16 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সৃজনশীলতা এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

রাসেল মিয়া

শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি জ্ঞান অন্বেষণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ মহাজাগতিক সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে বস্তুত সে নিজের সম্পর্কেই বিশদভাবে জানে। এই শিক্ষা গ্রহণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে, কাগজে-কলমে তথা বই-পুস্তকে যেমন মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে, তেমনি হাতে-কলমে তথা মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নেয়। আর এই হাতে-কলমের শিক্ষাটাই মানুষকে তার নিজের সম্পর্ক জানতে সব থেকে বেশি সাহায্য করে এবং তার জীবনে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করে, যেটা বই-পুস্তকের শিক্ষা দ্বারা সম্ভব নয়। এখন কথা হচ্ছে তাহলে কেন আমরা বই-পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়েছি? হ্যাঁ, আমরা বই-পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়েছি। কারণ একজন ব্যক্তির পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় জগতের সকল কিছু সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা নেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস, অতীত এবং বর্তমানের জগৎ-বিখ্যাত মনীষীদের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানার জন্যই প্রয়োজন বই-পুস্তকের।

একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য চাই উপরোল্লেখিত শিক্ষা পদ্ধতি তথা বই-পুস্তক এবং হাতে-কলমে শিক্ষা ব্যবস্থার উপযুক্ত সমন্বয়। একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং এর সঠিকরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, ন্যায়পরায়ণ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তথা আদর্শ এবং সুনাগরিক হিসাবে একটি জাতি গঠন করা।

এবার আসি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথায়, আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ এবং সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি আমরা আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে পারি? দুঃখিত, উপরোল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের সকলের জন্যই হতাশার। কেননা আমাদের বিদ্যমান জোড়াতালির শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা কোনোভাবেই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে পারি না। আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি ঠিকই তবে সেই শিক্ষানীতি সঠিকরূপে বাস্তবায়ন করতে আমরা সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছি। ফলে আমরা একের পর এক ডিগ্রিই অর্জন করতে পেরেছি বটে, তবে সত্যিকারার্থে স্বশিক্ষিত হতে পারিনি।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ রোধ তো আমরা করতেই পারিনি বরং আমরাই দিনে দিনে শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ রোধের নামে তা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছি। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ হচ্ছে বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যমান তথাকথিত সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা। তথাকথিত বলছি এই কারণে যে, বিদ্যমান সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় "সৃজনশীল" কথাটি শুধু কাগজপত্রেই ব্যবহৃত, বাস্তবে তার ছিটেফোঁটাও নেই। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে আগে শুধু ছাত্ররা নোট বই অনুসরণ করতো, আর এখন সেটা ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই কাঙ্ক্ষিত বিষয়। অবশ্য পরিবর্তন একটা হয়েছে, আমরা বাজারে নোটবই বিক্রি নিষিদ্ধ করে আইন করেছি আবার আমরাই সেই আইনে ফাঁক রেখেছি যা দিয়ে নোটবই আজ সহায়ক বই হিসাবে আমাদের সকলের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে এবং এটি পূর্বের থেকে শক্তিশালী হয়ে বীরদর্পে আমাদের মাঝে টিকে আছে। তাই চাই সত্যিকারের সৃজনশীলতার চর্চা, তথাকথিত সৃজনশীলতা কখনই নয়।

লেখক : শিক্ষার্থী, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়